দৈনিক জনকণ্ঠ

58

তারিখ JUL 05 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পাঠ্য বইতে ভুল ও বিভ্রান্তি

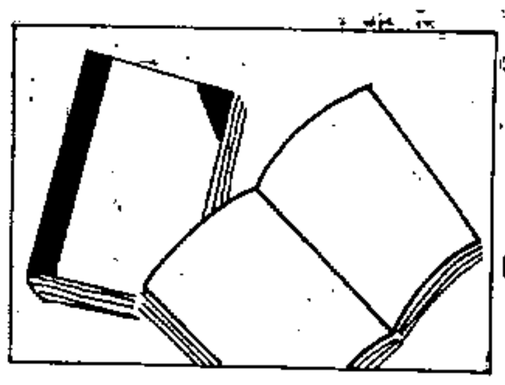

আমরা বলি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা বলতে সব সময় বোঝানো হয় সুশিক্ষা, সৎশিক্ষা, গঠনমূলক, যুগোপযোগী শিক্ষা। বিশ্বে যেসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে, দেখা যাবে সেসব দেশ সব সময়ই ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে দেশের জনগণের শিক্ষার ওপর।

সেসব দেশে জনগণের শিক্ষার হার অনেক বেশি। দেশের ব্যাপকসংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর তথা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, ইতিহাসে এমন কোন দেশের উদাহরণ নেই। সে জন্যই যে কোন দেশের উন্নতির প্রধান একটি শর্ত হচ্ছে— শিক্ষা।

আমাদের দেশে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। বহু শিশুর জন্য আজও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। আজও বহু শিশু স্কুল-পড়াশোনা-বই-খাতার সংস্রব থেকে দূরে। তবে স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষার ওপর বিভিন্ন সময় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষিতের হার বাড়ানো, ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসবের জন্য ইতিবাচক বিভিন্ন ফলও অর্জিত হচ্ছে, এ কথা বলা যায়।

শৈশবের শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার বুনিয়াদ। এটাই হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষাজীবনের ভিত্তি। এই জন্যই সকল দেশেই শৈশবের শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শৈশবে ছেলেমেয়েরা কি পড়বে, কি পড়লে তাদের মানস গঠিত হবে— সেসব বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। নজর দেয়া হয় গঠনমূলক, জীবনের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে। আর একই সঙ্গে তা যাতে নিখুঁত হয়, নির্ভুল হয়, সেটাও নিশ্চিত করা হয়। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। পাঠ্য বিষয় নিয়েও চিন্তাভাবনা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, এখনও শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রটিকে নিখুঁত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সময়ে এ ক্ষেত্রে বহু সমস্যা, অসঙ্গতি, দুর্নীতির কথা শোনা গেছে। শোনা গেছে পাঠ্যপুস্তকে ভুল-ত্রুটির কথাও। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইতেও নানা অসঙ্গতি, ভুল ও বিভ্রান্তি এখনও রয়ে গেছে। গত পরশু দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এ কথাই বলা হয়েছে। রিপোর্টটিতে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের জন্য প্রণীত 'আমার বই'-এ রয়ে গেছে বিভিন্ন অসঙ্গতি ও ত্রুটি। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট 'প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষা' শীর্ষক এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করে। সমীক্ষায় উল্লিখিত বইটির বিভিন্ন ভাগের বেশকিছু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দু'একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন বইটির একটি ভাগে গানের দেশ নামক একটি রচনায় 'এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া' শীর্ষক একটি গানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এটি লালনের গান। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে গানটি লালনের নয়। 'চাঁদে মানুষ' নামক একটি রচনায় বার বার সোভিয়েত বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে কোন দেশ নেই, সে জন্য এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা দিলে শিশুদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হতো। কারণ সোভিয়েত বিজ্ঞানী কথাটা তাদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। এছাড়া আরও কয়েকটি ছড়া-কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু কিছু অসঙ্গতির উদাহরণ সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বইগুলোর রচনা ও সম্পাদনায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদের নাম রয়েছে। আগের সংস্করণের ত্রুটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এ কথাও বলা হয়েছে। আমরা মনে করি, বিষয়টি ভালভাবে দেখা দরকার এবং যত দ্রুত সম্ভব এসব ভুলত্রুটি সংশোধন করা দরকার। শিশুদের তো বটেই, শিক্ষার কোন পর্যায়ে কোন পাঠ্য বইতে কোন প্রকার ভুল থাকবে না—ছাত্রদের কোন ভুল শেখানো হবে না— এটাই পাঠ্যপুস্তকের আদর্শ। আমরা সকল ক্ষেত্রেই এই আদর্শের বাস্তবায়ন চাই।